ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

নারীর অভিজ্ঞতায় দুর্নীতি:
বাংলাদেশের দুইটি ইউনিয়নের চিত্র

১২ মার্চ ২০১৫

নারীর অভিজ্ঞতায় দুর্নীতি: বাংলাদেশের দুইটি ইউনিয়নের চিত্র

গবেষণা উপদেষ্টা
অ্যাডভোকেট সুলতানা কামাল
চেয়ারপারসন, ট্রাস্টি বোর্ড, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

ড. ইফতেখারুজ্জামান
নির্বাহী পরিচালক, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

ড. সুমাইয়া খায়ের
উপ-নির্বাহী পরিচালক, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

মোহাম্মদ রফিকুল হাসান
পরিচালক, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

গবেষণা দল
ফাতেমা আফরোজ, *ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি*
ড. শরীফ আহমেদ চৌধুরী, *প্রাক্তন ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি*
শাম্মী লায়লা ইসলাম, *প্রোগ্রাম ম্যানেজার, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি*
দিপু রায়, *প্রোগ্রাম ম্যানেজার, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি*
শাহজাদা এম আকরাম, *সিনিয়র প্রোগ্রাম ম্যানেজার, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি*

গবেষণা সহযোগী
গুলে জান্নাত
ইসরাত জাহান পপি

কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন
গবেষণার ধরণাপত্র প্রণয়ন, গবেষণা পদ্ধতি নির্ধারণ ও তথ্য সংগ্রহ প্রক্রিয়া পরিচলনা ও তদারকির জন্য প্রাক্তন সহকর্মী ড. সাদিদ আহমেদ নূরেমাওলা (*প্রাক্তন সিনিয়র প্রোগ্রাম ম্যানেজার*), তথ্য প্রক্রিয়াকরণে সহায়তার জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. সৈয়দা রোযানা রশীদ, এবং প্রতিবেদন প্রণয়ন পর্যায়ে অবদানের জন্য নীহার রঞ্জন রায়ের (*ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার*) প্রতি বিশেষ ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা। খসড়া প্রতিবেদন পর্যালোচনার জন্য টিআইবি'র রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি বিভাগের পরিচালক মোহাম্মদ রফিকুল হাসান, এবং প্রতিবেদনের উপস্থাপনার ওপর গুরুত্বপূর্ণ মতামত প্রদানের জন্য কাজী শফিকুর রহমানসহ (*প্রোগ্রাম ম্যানেজার, জেন্ডার*) অন্যান্য সহকর্মীর প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

যোগাযোগ
ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
বাড়ি # ৫, সড়ক # ১৬ (নতুন), (পুরানো ২৭)
ধানমণ্ডি, ঢাকা ১২০৯
ফোন: +৮৮০ ২ ৯১২৪৭৮৮, ৯১২৪৭৮৯, ৯১২৪৯৫১
ফ্যাক্স: +৮৮০ ২ ৯১২৪৯১৫
ওয়েবসাইট: www.ti-bangladesh.org

নারীর অভিজ্ঞতায় দুর্নীতি: বাংলাদেশের দুইটি ইউনিয়নের চিত্র

সার-সংক্ষেপ*

১.১ প্রেক্ষাপট

সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশসহ সারাবিশ্বে দুর্নীতির ব্যাপকতা উদ্বেগজনকভাবে বাড়ছে।[১] দুর্নীতির নেতিবাচক প্রভাব সমাজের সবগুলো স্তরের মানুষের ওপর, বিশেষকরে ক্ষমতা কাঠামোর বাইরে অবস্থানকারী দরিদ্র, প্রান্তিক ও নীরব জনগোষ্ঠীর ওপর এই নেতিবাচক প্রভাব সবচেয়ে বেশি (টিআইবি ২০১২)। দরিদ্রদের মধ্যে দরিদ্রতর হিসেবে নারীর ওপর দুর্নীতির নেতিবাচক প্রভাব অনেক বেশি হয় বলে ধারণা করা হয়। নারী-পুরুষের সংখ্যাগত ভিন্নতা কম হলেও দেখা যায় নারীরা সরকারি সেবা ও অর্থ-সম্পদে অভিগম্যতা, অধিকার নিশ্চিত করা ও অবমাননা থেকে সুরক্ষা পাওয়ার জন্য আইনের যথাযথ প্রয়োগ এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে বৈষম্যের শিকার হয় (হোসেন ও অন্যান্য ২০১০), যা সুশাসন ও উন্নয়নকে বাধাগ্রস্ত করে।

১.২ নারীর সাথে দুর্নীতির সম্পর্ক

দুর্নীতির সাথে জেন্ডারের সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা খুব বেশি পুরানো নয়। তবে এ বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে বেশ কিছু গবেষণায় নারীর সাথে দুর্নীতির সম্পর্কের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এসব গবেষণাকে কয়েকটি প্রধান ধারায় ভাগ করা যায়।

একটি ধারার গবেষণায় নারী কম না বেশি দুর্নীতিপ্রবণ তা নিয়ে পর্যালোচনা হয়েছে। এর মধ্যে কয়েকটি গবেষণায় দুর্নীতির সাথে নারীর ব্যস্তানুপাতিক সম্পর্ক দেখানো হয়েছে, যেখানে বলা হয়েছে যে সরকারে অধিক সংখ্যক নারীর উপস্থিতির সাথে কম দুর্নীতির সম্পর্ক রয়েছে। এসব গবেষণার মতে নারীরা পুরুষের চেয়ে বেশি বিশ্বাসযোগ্য ও জন-সম্পৃক্ত, এবং সংসদে নারী প্রতিনিধিত্ব দুর্নীতির মাত্রা হ্রাসে ভূমিকা পালন করে। নারী পুরুষের চেয়ে কম দুর্নীতিগ্রস্ত - তারা ঘুষ দেওয়ায় কম যুক্ত থাকে ও ঘুষ নেওয়ায় কম আগ্রহী হয় (ডলার ও অন্যান্য ১৯৯৯; সোয়ামি ও অন্যান্য ২০০১; ট্রগলার ও ভালেভ ২০০৬; বোম্যান ও গিলিগান ২০০৮; রিভাস ২০০৮; সামিমি ও হোসেনমারদি ২০১১)।

অন্যদিকে উপরিউক্ত ধারণার সমালোচনা করে অন্যান্য কয়েকটি গবেষণায় বলা হয় দুর্নীতির সাথে জেন্ডারের সম্পর্ক মূলত আরোপিত, এবং এ সম্পর্ক এমন প্রেক্ষাপটের ওপর নির্ভর করে যেখানে একটি উদার গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থা বিদ্যমান যা জেন্ডার সমতা ও সুশাসনকে উৎসাহিত করে। এসব গবেষকের মতে সরকারে নারীদের বেশি সংখ্যায় প্রতিনিধিত্বের ফলে দুর্নীতি হ্রাসের কারণ নারীদের সততা নয়, বরং একটি 'স্বচ্ছতর ব্যবস্থা'র উপস্থিতির কারণে দুর্নীতি হ্রাস পায়। দুর্নীতির ওপর রাজনৈতিক নেতৃত্বে নারীদের প্রভাবের চেয়ে মুক্ত গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রভাব অনেক বেশি যা নিম্ন পর্যায়ের দুর্নীতির ক্ষেত্রে বেশি জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে। তাঁরা আরও বলেন যে প্রথমোক্ত ধারণা কিভাবে জেন্ডার সম্পর্ক দুর্নীতির সুযোগকে ব্যাহত করে তা ব্যাখ্যা করে না, বিশেষকরে যখন দুর্নীতির সব প্রক্রিয়া পুরুষশাসিত ব্যবস্থা ও নেটওয়ার্ক দ্বারা পরিচালিত হয় এবং নারীরা সামাজিকভাবে এই নেটওয়ার্কের বাইরে থাকে (সুং ২০০৩; গোটশে ২০০৪; ভিজয়ালক্ষ্মী ২০০৫; আলোলো ২০০৭; আলাতাস ও অন্যান্য ২০০৯; ব্রানিসা ও জাইগলার ২০১০)।

জেন্ডার ভেদে দুর্নীতির প্রভাবে কোনো তারতম্য আছে কিনা কিংবা নারীর ওপর দুর্নীতির প্রভাব বেশি কিনা সে বিষয়ে বেশ কয়েকটি গবেষণায় আলোচনা করা হয়েছে। বৈশ্বিক দুর্নীতি জরিপে দেখা যায় নারীরা পুরুষের চেয়ে বেশি মাত্রায় দুর্নীতিকে উপলব্ধি করে কিন্তু তুলনামূলকভাবে কম প্রকাশ করে (নাওয়াজ ২০০৮)। বিশ্ব ব্যাংক (১৯৯৯, ২০০১) ও ইউনিফেম-এর (২০০৯) তথ্য অনুযায়ী সরকারের জনসেবা ব্যবস্থার (যেমন শিক্ষা ও স্বাস্থ্য) প্রাথমিক সেবা গ্রহণকারী হিসেবে নারীরা বেশি দুর্নীতির শিকার হয়। অন্যদিকে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের (টিআইবি) ২০১২ সালের জাতীয় খানা জরিপে দেখা যায় পুরুষদের তুলনায় নারী সেবাগ্রহীতারা অপেক্ষাকৃত কম দুর্নীতির শিকার (টিআইবি ২০১২)।[২] সেপপানেন ও ভারতানেন-

---

* ২০১৫ সালের ১২ মার্চ ঢাকায় টিআইবি'র সম্মেলন কক্ষে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে প্রকাশিত গবেষণা প্রতিবেদনের সার-সংক্ষেপ।

[১] ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালের (টিআই) 'দুর্নীতির ধারণা সূচক ২০১৩' অনুসারে জরিপে অন্তর্ভুক্ত ১৭৭টি দেশের মধ্যে কোনো দেশই ১০০ স্কোর করতে পারেনি (যেখানে স্কোর ১০০ অর্থ সব ধরনের দুর্নীতি থেকে মুক্ত), এবং প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ দেশই (৬৯%) ৫০-এর নিচে স্কোর পেয়েছে। 'দুর্নীতির ধারণা সূচক ২০১৩' অনুসারে বাংলাদেশের স্কোর ২৭, যার অর্থ বাংলাদেশে দুর্নীতির ব্যাপকতা উদ্বেগজনক। ২০১২ সালে এই স্কোর ছিল ২৬ (বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, http://cpi.transparency.org/cpi2013/results/ (২১ মে ২০১৪)। অন্যদিকে টিআইবি'র জাতীয় খানা জরিপ ২০১২ অনুযায়ী বিভিন্ন খাত ও প্রতিষ্ঠান থেকে সেবা গ্রহণকারী খানার ৬৩.৭% সেবা নিতে গিয়ে দুর্নীতির শিকার হয়েছে।

[২] জরিপে দেখা যায় সার্বিকভাবে নারীদের মধ্যে দুর্নীতির শিকার হয়েছেন ২৬.৮%, যেখানে পুরুষদের ৩৫.৬% দুর্নীতির শিকার হয়েছেন। খাতভেদে স্থানীয় সরকার, শিক্ষা, এনজিও, ব্যাংকিং, বিদ্যুৎ, ও শ্রম অভিবাসন খাতে নারীরা তুলনামূলক অধিকতর দুর্নীতির শিকার, যেখানে কোনো কোনো খাত

এর (২০০৮) মতে নারী ও দরিদ্ররা বিশেষ করে দরিদ্র নারীরা স্বাস্থ্য ও সেবা খাতগুলোতে দুর্নীতির নেতিবাচক প্রভাবের শিকার হওয়ার কারণে বেশি ঝুঁকিপূর্ণ। এছাড়া লিমপানগগ (২০০১) নারীর ওপর প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতির প্রভাবকে যেসব সূচকের মাধ্যমে চিহ্নিত করেন তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য যৌন নিপীড়ন বা সেবার বিনিময়ে সুবিধা চাওয়া (যেমন পদোন্নতি বা চাকরি পাওয়া), পেশাগত বিভাজন ও বেতন পার্থক্য, চাকরি ও পদোন্নতির ক্ষেত্রে সুযোগের অভাব, কাজের ক্ষেত্র নির্দিষ্ট করে দেওয়া (যেমন সেক্রেটারি হবে নারীরা এবং ম্যানেজার হবে পুরুষরা)।

বিভিন্ন গবেষণায় দেখা যায় দুর্নীতির সাথে জেন্ডারের সম্পর্ককে ব্যাখ্যা করার সময় দুর্নীতির সাথে কিছু বিষয়, যেমন বৈষম্য, মানবাধিকার, নারীর প্রতি সহিংসতা/ নারী নির্যাতন ও অপরাধ ইত্যাদি মিলিয়ে ফেলা হয়েছে। আরও দেখা যায়, দুর্নীতির প্রচলিত সংজ্ঞায় তৃণমূল নারীদের অভিজ্ঞতালব্ধ দুর্নীতির ধারণা আড়ালে থেকে যায় এবং প্রায়ই প্রকাশিত হয় না (হোসেন ও অন্যান্য ২০১০; মুতোনহুরি ২০১২)। নারীদের অবস্থান থেকে দুর্নীতির অভিজ্ঞতা প্রচলিত দুর্নীতির সংজ্ঞা থেকে ভিন্ন বলে দেখা যায়, যার মধ্যে শারীরিক লাঞ্ছনা, মৌলিক সেবা প্রদান বা গ্রহণেক্ষমতার অপব্যবহারের মাধ্যমে যৌন নিপীড়ন ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত (ইউএনডিপি ২০১২; মুতোনহুরি ২০১২), এবং একইসাথে নারীর দুর্নীতির অভিজ্ঞতা প্রকাশের প্রধান অন্তরায়। এক্ষেত্রে বলা যেতে পারে, দুর্নীতি পরিমাপে ব্যবহৃত সূচকসমূহ জেন্ডার সংবেদনশীল নয় (gender-blind), এবং দুর্নীতির জেন্ডার মাত্রা (dimension) পরিমাপে নতুন সূচক উন্নয়ন ও সম্পৃক্ত করা প্রয়োজন (হোসেন ও অন্যান্য ২০১০)। দুর্নীতিকে নতুনভাবে সংজ্ঞায়িত করতে যৌন নিপীড়ন এবং পাচারকে যুক্ত করা হয়েছে, যা দুর্নীতিরই আরেকটি ধরন এবং তুলনামূলকভাবে নারীরা বেশি সম্মুখীন হয় বলে যুক্তি দেওয়া হয়েছে (নাওয়াজ ২০১২)।

ওপরের আলোচনার প্রেক্ষাপটে দেখা যাচ্ছে জেন্ডার ও দুর্নীতির বিভিন্ন আলোচনায় দুর্নীতিকে নারীর অবস্থান থেকে বিশ্লেষণের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। তবে গবেষকদের মতে দুর্নীতির সাথে নারীদের সম্পর্ক নিয়ে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে আরও বেশি গবেষণার প্রয়োজন।

১.৩ গবেষণার যৌক্তিকতা

বাংলাদেশি নারীরা যেসব দুর্নীতির অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হয় তার ওপর বিস্তারিত গবেষণার অভাব রয়েছে। একদিকে নারীর ক্ষমতায়ন, উন্নয়নের বিভিন্ন দিক নিয়ে এবং অন্যদিকে বিভিন্ন খাত ও প্রতিষ্ঠানে সুশাসন ও দুর্নীতি নিয়ে বিশদ গবেষণা সম্পন্ন হলেও নারীর অভিজ্ঞতায় দুর্নীতি এবং এসব দুর্নীতি মোকাবেলায় নারী কী ধরনের কৌশল নিয়ে থাকে তার ওপর গবেষণা আমাদের দেশে হয়নি বললেই চলে। টিআইবি'র লক্ষ্য দুর্নীতি প্রতিরোধে একটি জেন্ডার-সংবেদনশীল সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলা। টিআইবি মনে করে দুর্নীতিবিরোধী আন্দোলনের সাথে নারী অধিকার আন্দোলন ওতপ্রোতভাবে জড়িত, আর তাই এর সব কর্মকাণ্ডে জেন্ডার সংবেদনশীলতা একটি গুরুত্বপূর্ণ ও অবিচ্ছেদ্য বিষয়। দুর্নীতি মোকাবেলায় নারী যে ধরনের কৌশল অবলম্বন করে তা উদঘাটন করা হলে তা দুর্নীতিবিরোধী কার্যক্রম গ্রহণে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে, এবং নারীর দুর্নীতি-সংক্রান্ত অভিজ্ঞতার বিভিন্ন দিক (যেমন ধরন, কৌশল ও প্রভাব) বিশ্লেষণ দুর্নীতি প্রতিরোধে নারীবান্ধব নীতি নির্ধারণে সহায়তা করবে। সর্বোপরি এ ধরনের একটি গবেষণা দুর্নীতির সাথে নারীর সম্পর্ক বোঝার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখবে এবং একটি জেন্ডার-সংবেদনশীল দুর্নীতিবিরোধী আন্দোলন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

১.৪ গবেষণার উদ্দেশ্য ও আওতা

এ গবেষণার সার্বিক উদ্দেশ্য বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে নারীদের অভিজ্ঞতায় দুর্নীতির চিত্র তুলে ধরা। গবেষণার সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য হচ্ছে -

১. নারীর অভিজ্ঞতায় দুর্নীতির প্রকৃতি, ক্ষেত্র ও প্রভাব চিহ্নিত করা;
২. কী কী আর্থ-সামাজিক উপাদান নারীর দুর্নীতির অভিজ্ঞতাকে প্রভাবিত করে এবং কীভাবে করে তা পর্যালোচনা করা;
৩. দুর্নীতি মোকাবেলায় নারী কী ধরনের কৌশল অবলম্বন করে তা উদঘাটন করা; এবং
৪. দুর্নীতি প্রতিরোধে জেন্ডার সংবেদনশীল নীতি সুপারিশ প্রস্তাব করা।

এ গবেষণায় ব্যবহৃত দুর্নীতির সংজ্ঞা হচ্ছে "ব্যক্তিগত স্বার্থে অর্পিত ক্ষমতার অপব্যবহার" (টিআই ২০০৯)। এ সংজ্ঞা অনুযায়ী কোনো ব্যক্তি কোনো প্রতিষ্ঠানে তার ওপর অর্পিত দায়িত্ববলে যে ক্ষমতা পেয়ে থাকেন তা ব্যবহার করে তার নিজের কোনো স্বার্থ আদায় করেন বা এ ক্ষমতা ব্যবহার করে কোনো কিছুর বিনিময়ে অন্য কোনো ব্যক্তিকে তার স্বার্থ আদায়ে সহায়তা করেন তাকেই দুর্নীতি[৩] হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এখানে প্রতিষ্ঠান বলতে সাধারণত সরকারি প্রতিষ্ঠান বোঝানো হয়; তবে বর্তমান প্রেক্ষাপটে প্রতিষ্ঠান বলতে কোনো কোনো ক্ষেত্রে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকেও বোঝানো হয়েছে।

যেমন আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা ও বিচারিক সেবা নিতে গিয়ে নারীদের তুলনায় পুরুষরা অনেক বেশি হারে দুর্নীতির শিকার হয়েছেন। বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন টিআইবি'র জাতীয় খানা জরিপ প্রতিবেদনের সার-সংক্ষেপ (২০১২)।

[৩] এ গবেষণা প্রতিবেদনে দুর্নীতির বিভিন্ন ধরন, যেমন ঘুষ, চাঁদাবাজি/ জোর করে আদায়, প্রতারণা, আত্মসাৎ, জালিয়াতি, দায়িত্বে অবহেলা, দুর্ব্যবহার, হয়রানি ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত।

বর্তমান গবেষণায় নারীরা দুর্নীতিকে কীভাবে সংজ্ঞায়িত করে এবং কেন তা তাদের বক্তব্য/ মতামত থেকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। লৈঙ্গিক পরিচয়ের কারণে দুর্নীতির যে ধরনের অভিজ্ঞতা নারীর হয় সেগুলোও এ গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত। নারীদের অভিজ্ঞতায় বিভিন্ন ধরনের ও মাত্রার দুর্নীতি, যেমন দুর্নীতির শিকার ও দুর্নীতিগ্রস্ত হিসেবে, সেবাগ্রহীতা ও সেবাদাতা হিসেবে, এবং প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ (ব্যক্তিগতভাবে বা পরিবারের অন্য কোনো সদস্যের মাধ্যমে), ইত্যাদি সব ধরনের অভিজ্ঞতা এ গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। বর্তমান গবেষণায় শুধু পল্লি অঞ্চলের (ইউনিয়ন পর্যায়ে) নারীদের দুর্নীতির অভিজ্ঞতা বিবেচনা করা হয়েছে। ইউনিয়ন পর্যায়ে যেসব খাতে নারীর অংশগ্রহণের উদাহরণ রয়েছে সেসব খাত গবেষণার আওতাভুক্ত।[৪] গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত নারীদের জীবনের যেকোনো সময়ের দুর্নীতির অভিজ্ঞতাকে এ গবেষণায় নিয়ে আসা হয়েছে।

১.৫ গবেষণা পদ্ধতি ও সময়

এটি একটি গুণগত গবেষণা, যেখানে গুণগত গবেষণা পদ্ধতি অনুসরণ করে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয় উৎস হতে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস ২০১০) তথ্যের ভিত্তিতে অপেক্ষাকৃত কম দারিদ্র্যপীড়িত অঞ্চল হিসেবে গাজীপুর জেলায় একটি, এবং অতি দারিদ্র্যপীড়িত অঞ্চল হিসেবে জামালপুর জেলার একটি ইউনিয়নকে বেছে নেওয়া হয়, এবং এই দুইটি ইউনিয়নে চারমাস অবস্থান করে অংশগ্রহণমূলক পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এই দুইটি ইউনিয়নের মোট ২৩টি গ্রাম থেকে দুর্নীতির বিভিন্ন ধরনের অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়েছেন বা জ্ঞাত রয়েছেন এমন ৬৬ জন নারীকে শনাক্ত করে নিবিড় সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে তাদের জীবনের বিভিন্ন সময়ের দুর্নীতির অভিজ্ঞতার ওপর তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। বিভিন্ন খাতে সেবাদাতা পর্যায়ে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি/ কর্তৃপক্ষ/ অংশীজন হিসেবে মোট ১৩ জনের সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছে,[৫] এবং বিভিন্ন পেশা ও শ্রেণিভেদে ২৭ জন নারীর অংশগ্রহণে চারটি দলীয় আলোচনা আয়োজিত হয়েছে। এছাড়া জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে প্রকাশিত গবেষণা প্রতিবেদন, বই ও প্রবন্ধ, সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধিমালা, সরকারি প্রতিবেদন, এবং সংবাদ-মাধ্যম ও ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদন ও বিশ্লেষণ পরোক্ষ তথ্যের উৎস হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। ২০১৩ সালের জুন থেকে অক্টোবর পর্যন্ত মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহ করা হয়, এবং ২০১৩ সালের জানুয়ারি থেকে ২০১৪ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত সময়ে গবেষণার সম্পূর্ণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়।

২. গবেষণার পর্যবেক্ষণ

২.১ গবেষণা এলাকা পরিচিতি

২.১.১ অবস্থান ও যোগাযোগ ব্যবস্থা: গাজীপুর জেলার ইউনিয়নটি জেলা সদর থেকে পাঁচ কিমি ও জামালপুর জেলার ইউনিয়নটি জেলা সদর থেকে ৩০ কিমি দূরত্বে অবস্থিত। উভয় ক্ষেত্রে যোগাযোগের প্রধান মাধ্যম অটোরিকশা, টেম্পো, রিকশা ও ইজিবাইক। গাজীপুরে দূরত্ব কম হওয়ায় ইউনিয়নের বাসিন্দারা জেলা সদর বা উপজেলা পর্যায়ের বিভিন্ন প্রশাসনিক সুবিধা ও সেবা কম সময়ে গ্রহণ করতে পারে। তবে জামালপুরের ইউনিয়নের সাথে সদরের যোগাযোগের অন্যতম প্রধান মাধ্যম ট্রেন।

সারণি ১: গবেষণা এলাকা পরিচিতি

	গাজীপুর জেলায় অবস্থিত ইউনিয়ন	জামালপুর জেলায় অবস্থিত ইউনিয়ন
জেলা সদর থেকে দূরত্ব	পাঁচ কিমি দূরে অবস্থিত	৩০ কিমি দূরে অবস্থিত
শিক্ষার হার	৫৮.৫% (নারী ৫৬.৯%, পুরুষ ৬০.২%)	৩১% (নারী ২৫%, পুরুষ ৩৭%)
ধর্মীয় পরিচয়	৭৮.৭% মুসলিম, হিন্দু ২১.২%	৯৯.৫% মুসলিম, হিন্দু ০.৫%
পেশা	প্রায় ৬০% কৃষিজীবী, ১৫% পশুপালন, ৮% দিনমজুর	প্রায় ৭৫% কৃষিজীবী, ১৩% কৃষিজাত দ্রব্যের ব্যবসা, ৩% ক্ষুদ্র ব্যবসা/ দোকান
গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানে নারী	নারী ইউপি সদস্য - ৩, প্রধানশিক্ষক - ১০, পরিবার পরিকল্পনা কর্মী - ৮, উপ-সহকারী ভূমি কর্মকর্তা - ১	নারী ইউপি সদস্য - ৩, প্রধানশিক্ষক - ৮, স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ কর্মী - ২, পরিবার পরিকল্পনা কর্মী - ৬
সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান	কমিউনিটি ক্লিনিক, ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ কেন্দ্র, ইউনিয়ন পরিষদ, ইউনিয়ন ভূমি অফিস, গ্রামীণ ব্যাংক, এনজিও	কমিউনিটি ক্লিনিক, ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ কেন্দ্র, ইউনিয়ন পরিষদ, ইউনিয়ন ভূমি অফিস, পুলিশ তদন্ত কেন্দ্র, গ্রামীণ ব্যাংক, কৃষি ব্যাংক, জীবন বীমা (বেসরকারি), এনজিও
সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি	ভিজিডি - ২০০, বিধবা ভাতা - ১৫৯, বয়স্ক ভাতা - ৭৫০, প্রতিবন্ধী ভাতা - ১৩০, প্রসূতি ভাতা - ৩০	ভিজিডি - ১১২, বিধবা ভাতা - ১৬৫, বয়স্ক ভাতা - ২৫৫, প্রতিবন্ধী ভাতা - ১৩, প্রসূতি ভাতা - ২২

তথ্যসূত্র: সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ থেকে প্রাপ্ত তথ্য, জানুয়ারি ২০১৫।

[৪] এসব খাতের মধ্যে রয়েছে স্বাস্থ্য, শিক্ষা, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান, থানা/পুলিশ, বিচারিক সেবা, ভূমি, এনজিও।

[৫] এদের মধ্যে ছিলেন ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, মেম্বার ও সচিব, ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ কেন্দ্রের দায়িত্বপ্রাপ্ত উপ-সহকারী কমিউনিটি মেডিক্যাল কর্মকর্তা, ফার্মাসিস্ট, পরিবারকল্যাণ স্বেচ্ছাসেবক ও পরিবারকল্যাণ সহকারী, ইউনিয়ন ভূমি (তহশিল) কার্যালয়ের কর্মকর্তা, স্থানীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ ও শিক্ষক, এবং স্থানীয় এনজিও'র কর্মকর্তা।

২.১.২ পেশা ও আয়ের উৎস: গবেষণার আওতাভুক্ত দুইটি ইউনিয়নই কৃষিপ্রধান অঞ্চল; বাসিন্দাদের প্রায় ৬০-৭৫% কৃষিকাজে জড়িত। তবে অধিকাংশ কৃষক কৃষিকাজের পাশাপাশি গবাদি পশুপালন ও মুরগির খামারের ব্যবসার সাথেও জড়িত। অন্যান্য পেশার মধ্যে রয়েছে কৃষিজাত পণ্যের ব্যবসা, ক্ষুদ্র ব্যবসা, দিনমজুর ইত্যাদি। পুরুষরাই প্রধানত কৃষিকাজের সাথে জড়িত; নারীরা সাধারণত মাঠে কাজ করে না, সামাজিকভাবে এটিকে অসম্মানজনক মনে করা হয়। শুধু দরিদ্র, বিধবা, পুরুষ অভিভাবকহীন বা ভূমিহীন নারীরা জমিতে শ্রমিক নিয়োগ করে, বর্গা দিয়ে বা নিজে বর্গা নিয়ে ও শ্রমিক হিসেবে কাজ করে। গাজীপুর জেলার ইউনিয়নের গড় মাসিক আয় তুলনামূলকভাবে বেশি; আয়ের অন্যতম প্রধান উৎস বিদেশ থেকে পাঠানো রেমিট্যান্স। দুইটি এলাকাতেই পরিচিত আরেকটি ব্যবসা হচ্ছে দাদন। এ ব্যবসায় সাধারণভাবে পুরুষদের প্রাধান্য থাকলেও নারীদের একটি অংশও এ ব্যবসায় জড়িত। ইউনিয়ন দুইটির অধিকাংশ নারীই গৃহিণী, যাদের বেশিরভাগই গরু বা মুরগি পালনে জড়িত। উল্লেখ্য, দুইটি ইউনিয়নেই কৃষি খাতসহ বাজার, দোকান ও ব্যবসা ক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ কম। জামালপুর জেলার ইউনিয়নে নারীদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ জামা-কাপড় সেলাই এবং সুঁই-সুতার কাজের সাথে জড়িত।

২.১.৩ ধর্মীয় পরিচয় ও শিক্ষা: দুইটি ইউনিয়নেরই বাসিন্দাদের প্রায় ৮০ শতাংশ বা তার বেশি ইসলাম ধর্মাবলম্বী। হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের বেশিরভাগই ইউনিয়নের প্রান্তে বসবাস করে। গাজীপুর জেলায় অবস্থিত ইউনিয়নে শিক্ষার হার ৫৮.৫% (নারী ৫৬.৯%, পুরুষ ৬০.২%), যেখানে জামালপুর জেলায় অবস্থিত ইউনিয়নে এটি ৩১% (নারী ২৫%, পুরুষ ৩৭%)।

২.১.৪ সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান ও নারীর অংশগ্রহণ: দুইটি ইউনিয়নে প্রধান সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে রয়েছে কমিউনিটি ক্লিনিক, ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ কেন্দ্র, ইউনিয়ন পরিষদ, ইউনিয়ন ভূমি অফিস, গ্রামীণ ব্যাংক ও বিভিন্ন এনজিও। তবে জামালপুরের ইউনিয়নে আরও রয়েছে একটি পুলিশ তদন্ত কেন্দ্র, কৃষি ব্যাংক ও দুইটি জীবন বীমা (বেসরকারি)। বেশিরভাগ এনজিও ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করে। এছাড়া দুইটি ইউনিয়নেই বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড পরিচালিত 'একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্প' চলমান। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে উঁচু পদে আসীন নারীদের সংখ্যা খুব কম, এবং বেশিরভাগ প্রতিষ্ঠানেই কোনো নারী কর্মকর্তা বা কর্মচারী নেই। প্রাথমিক বিদ্যালগুলোতে নারী শিক্ষকদের সংখ্যা বেশি হলেও গাজীপুর জেলার ইউনিয়নে স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ কর্মী হিসেবে কোনো নারী নেই। দেখা যায় বিভিন্ন প্রাতিষ্ঠানিক খাতে নারীদের অংশগ্রহণ পুরুষদের তুলনায় সীমিত। তবে স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা, শিক্ষা ও এনজিও খাতে নারীদের সেবা গ্রহণের হার বেশি।

২.২ সামাজিক রীতিনীতি

দেখা যায় পারিবারিক-সামাজিক রীতি-নীতির কারণে নারীদেরকে গৃহের মধ্যে থাকতে হয়, যা ধর্মীয় বিশ্বাস ও আচার-আচরণের কারণে আরও জোরালো হয়। দুইটি এলাকাতেই নারীরা পারিবারিক সম্পত্তি তুলনামূলকভাবে কম পায়। নারীরা জমির মালিক বেশি না হওয়ার পেছনে কারণগুলোর মধ্যে জমির দাম বেশি, এবং "মেয়েরা বিয়ে করে অন্য জায়গায় চলে যায়, জমি নারীর সাথে দিয়ে দেওয়া যায় না" - এমন মনোভাবের কারণে ওয়ারিশরা বিশেষত ভাইয়েরা টাকা দিয়ে জমি নিজস্ব মালিকানায় রেখে দেয়। সম্পত্তির প্রকৃত মূল্যের তুলনায় অনেক কম পরিমাণ টাকা দিয়ে তাদের সাথে এক ধরনের পারিবারিক সমঝোতা করা হয়। দুইটি এলাকাতেই মেয়েদের অল্প বয়সে বিয়ের হার বেশি। যৌতুক সামাজিকভাবে খুবই প্রচলিত এবং প্রায় বাধ্যতামূলক। দুইটি এলাকাতেই পুরুষদের বহুবিবাহ প্রচলিত।

২.৩ গ্রামীণ নারীদের চোখে দুর্নীতি

গ্রামীণ নারীদের দুর্নীতি সম্পর্কে স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গী রয়েছে। তাদের মতে প্রাতিষ্ঠানিক সেবার ক্ষেত্রে "সেবাদাতা যদি চায় তাহলে তা ঘুষ, নিজে থেকে দিলে তা ঘুষ নয়"। প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষেত্রে ছাড়াও পারিবারিক বিভিন্ন ক্ষেত্রে কয়েকটি বিষয় (যেমন বঞ্চনা, বৈষম্য ও নির্যাতন) তাদের দুর্নীতি সম্পর্কে ধারণার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। আর্থিক বিষয়ের মধ্যে বাবা/ স্বামীর সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হওয়া, উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত জমির দখল না পাওয়া, এবং উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত জমি বাজারদরের চেয়ে কম দামে ভাইদের কাছে বিক্রি করতে বাধ্য হওয়াকে নারীরা দুর্নীতি বলে মনে করে। এছাড়া ব্যক্তিগত পর্যায়ে আত্মসাৎ, যেমন ঋণের টাকা, স্বামীর টাকা আত্মসাৎ করাকেও তারা দুর্নীতি বলে মনে করে। গ্রামীণ নারীদের দুর্নীতির ধারণার মধ্যে অর্থনৈতিকভাবে নয় তবে অন্য কোনো মাধ্যমে সুবিধা দেওয়া বা আদায়ও অন্তর্ভুক্ত। এর মধ্যে রয়েছে যৌন হয়রানি বা নিপীড়ন যার মাধ্যমে কোনো সেবা বা সুবিধা দেওয়া হয়। উল্লেখ্য, গবেষণাধীন দুইটি এলাকাতেই নারীরা দুর্নীতিকে একটি স্বাভাবিক বিষয় হিসেবে গণ্য করে, যেমন কোনো কাজ করার জন্য বা চাকরি পাওয়ার জন্য টাকা-পয়সার লেনদেনকে স্বাভাবিক ঘটনা হিসেবে দেখা হয়। তবে নারীরা টাকার চেয়ে পরিচিতিকে কাজে লাগিয়ে কাজ করাতে চায়।

২.৪ নারীর দুর্নীতির অভিজ্ঞতা

নারীর দুর্নীতির অভিজ্ঞতাকে কয়েকটি মাত্রায় ব্যাখ্যা করা যায়। নারীরা প্রধানত প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে দুর্নীতির অভিজ্ঞতা লাভ করে। এর মধ্যে দুর্নীতির শিকার, সংঘটক ও মাধ্যম হিসেবে নারীর দুর্নীতির প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হয়ে থাকে।

২.৪.১ দুর্নীতির শিকার (victim) হিসেবে নারী

বিভিন্ন প্রাতিষ্ঠানিক খাতে সেবা গ্রহণ করতে গিয়ে নারীর প্রত্যক্ষ দুর্নীতির অভিজ্ঞতা হয়ে থাকে। দেখা যায় পল্লি অঞ্চলে নারীরা যেসব সেবা খাতে সরাসরি অংশ নিয়ে থাকে, যেমন স্বাস্থ্য, শিক্ষা, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা (পুলিশ),

এনজিও, বিচারিক সেবা, ভূমি, ব্যাংক, পল্লি বিদ্যুৎ ইত্যাদি খাতে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান থেকে সেবা নিতে গিয়ে দুর্নীতির শিকার হয়। এসব খাত-সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে সেবা নিতে গিয়ে নারীরা নির্ধারিত মূল্যের অতিরিক্ত অর্থ আদায়, প্রতারণা, স্বজনপ্রীতি ও দায়িত্বে অবহেলার শিকার হয়ে থাকে। এছাড়া এসব খাতে নারীদের জন্য বিশেষায়িত সেবা, যেমন স্বাস্থ্যখাতে প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা, স্থানীয় সরকার খাতে মাতৃত্বকালীন ভাতা, ভিজিডি/ ভিজিএফ, মাটি কাটার কাজ, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা (পুলিশ) ও বিচারিক সেবা খাতে নারী নির্যাতন মামলা দায়ের, শিক্ষাখাতে উপবৃত্তি ইত্যাদি গ্রহণ করার সময় দুর্নীতির শিকার হয়। স্থানীয় সরকার খাতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারী সদস্যদেরকে দুর্নীতির শিকার হতে হয়। ইউনিয়ন পরিষদের নারী সদস্য হিসেবে উন্নয়ন বরাদ্দ, বাজেট প্রণয়ন ও সালিশ কার্যক্রমে অংশগ্রহণ, এবং উন্নয়ন কর্মসূচি তদারকিতে তাদের অংশগ্রহণ করতে বাধা দেওয়া হয় বলে তথ্য পাওয়া যায়। এমনকি কোনো কোনো ক্ষেত্রে পরিষদের পুরুষ সদস্যদের পক্ষ থেকে তাদের শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত হওয়ারও উদাহরণ রয়েছে। এছাড়া কয়েকটি বিশেষ ক্ষেত্র, যেমন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নারী কোটায় নিয়োগ, পরিবারকল্যাণ কেন্দ্রে টার্গেট পূরণের জন্য রোগী কেনা, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের অধীনে গাছ পাহারা দেওয়ার কাজ, পল্লি বিদ্যুতায়ন বোর্ডের সেবা নিতে গিয়েও নারীদের দুর্নীতির শিকার হতে দেখা যায়।

২.৪.২ দুর্নীতির সংঘটক (actor) হিসেবে নারী

অন্যদিকে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে সেবাদানকারীর অবস্থানে থেকে নারীদের একটি অংশের দুর্নীতিতে সংঘটক হিসেবে জড়িত থাকার তথ্য পাওয়া যায়। এসব নারী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কর্ম সম্পাদনে ঘুষ দেওয়ার কথা উল্লেখ করেছে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় নারী শিক্ষকদের একটি অংশ সংশ্লিষ্ট শিক্ষা অফিসে কাজ করানোর জন্য, নারী অভিযোগকারী স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে বিচার-সালিশের রায় নিজের পক্ষে আনার জন্য, বা স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণ করার সময় সুবিধা লাভের জন্য ঘুষ দিয়ে থাকে। কোনো কোনো তথ্যদাতার কাছ থেকে চাকরি পাওয়ার জন্য টাকা ঘুষ দেওয়ার কথা জানা যায়, যেমন পরিবার পরিকল্পনা সহকারী (এফডাব্লিউভি) পদে তিন থেকে পাঁচ লাখ টাকা, এবং প্রাথমিক শিক্ষক নিবন্ধনের জন্য দুই লাখ টাকা নিয়ম-বহির্ভূতভাবে দিয়ে চাকরি পাওয়ার চেষ্টা। এছাড়া বিভিন্ন খাতে নারী সেবা প্রদানকারীদের একাংশ দুর্নীতির সাথে জড়িত বলে দেখা যায়। উদাহরণ হিসেবে স্বাস্থ্য খাতে ভুল তথ্য দিয়ে জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি স্থাপন করা, এ খাতে নির্ধারিত প্রণোদনা আত্মসাৎ করা, ওষুধ বিক্রি ও অর্থ আত্মসাৎ করা, এবং দায়িত্বে অবহেলা (নিয়মিত ও সময়মত উপস্থিত না হওয়া) ও রোগীদের সাথে খারাপ ব্যবহার করা, শিক্ষা খাতে নারী শিক্ষকদের একাংশের উপবৃত্তি বিতরণে ছাত্রীদের কাছ থেকে নিয়ম-বহির্ভূতভাবে টাকা আদায়, কোচিং পড়তে বাধ্য করা, এবং দায়িত্বে অবহেলা (নিয়মিত ক্লাশ না নেওয়া), স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে দুস্থ নারীদের সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিতে (ভিজিডি, ভিজিএফ, মাতৃত্বকালীন ভাতা) অন্তর্ভুক্তি ও বিতরণের ক্ষেত্রে নিয়ম-বহির্ভূতভাবে টাকা আদায়, পরিষদের চেয়ারম্যান ও অন্যান্য পুরুষ সদস্যদের জালিয়াতিতে সহায়তা দেওয়া, এবং ইউনিয়ন ভূমি কার্যালয় ও কৃষি ব্যাংকের সেবা প্রদানে নিয়ম-বহির্ভূতভাবে অর্থ আদায় করার কথা উল্লেখ করা যায়। উল্লেখ্য, এসব ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট নারী তার প্রাতিষ্ঠানিক অবস্থান ও ক্ষমতাকে ব্যবহার করে দুর্নীতি করে থাকে।

২.৪.৩ দুর্নীতির মাধ্যম (instrument) হিসেবে নারী

গবেষণা এলাকায় প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতির অংশ হিসেবে নারীদের ব্যবহার করার তথ্য পাওয়া যায়। ইউনিয়ন পরিষদে উন্নয়ন কমিটির সভাপতি হিসেবে খালি চেকে নারী সদস্যদের স্বাক্ষর আদায় করা হয়, যার বিনিময়ে তাদের কিছু আর্থিক সুবিধা দেওয়া হয়। পারিবারিক পর্যায়ে নারীকে ব্যবহার করে এনজিও'র ক্ষুদ্রঋণ, ব্যাংক ঋণ বা দাদনের টাকা আত্মসাৎ করার উদাহরণ রয়েছে। এছাড়া ইউনিয়ন ভূমি কার্যালয়ে, উপজেলা স্বাস্থ্য কার্যালয়ে, উপজেলা হিসাবরক্ষণ কার্যালয়ে, এবং ব্যাংকে সংশ্লিষ্ট নারী কর্মীর মাধ্যমে অবৈধভাবে অর্থ আদায় করা হয়, যার প্রতিটি ক্ষেত্রে এসব অর্থ আদায় দুর্নীতির প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের ফলাফল।

এছাড়া বেশ কয়েকটি ক্ষেত্রে নারীদের পরোক্ষভাবে দুর্নীতির অভিজ্ঞতা হয়ে থাকে। বাল্যবিবাহের সময় অভিভাবকরা সংশ্লিষ্ট মেম্বার বা চেয়ারম্যানের মাধ্যমে জাল জন্ম নিবন্ধন সনদ তৈরি করে, যেখানে পরবর্তীতে বিবাহ নিবন্ধনকারীকে (কাজী) দুর্নীতির মাধ্যমে বিয়ে সম্পন্ন করানোর জন্য রাজি করানো হয়। এছাড়া বিভিন্ন সেবা নেওয়ার ক্ষেত্রে পরিচিতদের দুর্নীতির অভিজ্ঞতাও নারীদের পরোক্ষভাবে দুর্নীতির অভিজ্ঞতা লাভে সহায়ক।

২.৪.৪ দুর্নীতির ধরন (type)

নারীদের অভিজ্ঞতা পর্যালোচনা করে কয়েক ধরনের দুর্নীতি চিহ্নিত করা যায়। এক ধরনের দুর্নীতি হচ্ছে আর্থিক দুর্নীতি, যেখানে ঘুষ, জোর করে আদায় (চাঁদাবাজি), আত্মসাৎ, বা প্রতারণার মাধ্যমে আর্থিক লেন-দেন হয়ে থাকে। আরেক ধরনের দুর্নীতি হচ্ছে সরাসরি আর্থিক নয় এমন দুর্নীতি, যেমন সেবাগ্রহীতাকে সেবা দেওয়ার ক্ষেত্রে দায়িত্বে অবহেলা ও খারাপ ব্যবহার, হয়রানি, প্রভাব বিস্তার ও স্বজনপ্রীতি। এসব ক্ষেত্রে দুর্নীতির শিকার বা সংঘটক আর্থিক লাভ-ক্ষতির সম্মুখীন হয় না, তবে সেবা প্রাপ্তিতে তা নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। তৃতীয় ধরনের যে দুর্নীতির মুখোমুখি হয় নারীরা তা হচ্ছে লৈঙ্গিক পরিচয়ভিত্তিক দুর্নীতি, যেখানে পুরুষ সেবাদাতা যৌন সুবিধার বিনিময়ে কোনো প্রাপ্য সেবা বা সুবিধা দেওয়ার জন্য নারী সেবাগ্রহীতাকে যৌন নিপীড়ন ও যৌন হয়রানি করে। যেমন, ইউনিয়ন পরিষদের অধীনে মাটিকাটার কাজ দেওয়ার জন্য পুরুষ চেয়ারম্যান এবং থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও অন্যান্য পুরুষ কর্মকর্তা মামলা সংক্রান্ত কাজ সম্পন্ন করে দেওয়ার জন্য নারী সেবাগ্রহীতার কাছ থেকে যৌন সুবিধা দাবি করে।

২.৫ দুর্নীতি প্রতিরোধে নারীর কৌশল

নারীরা দুর্নীতি প্রতিরোধে কয়েক ধরনের কৌশল নিয়ে থাকে বলে তথ্য পাওয়া যায়। নারীদের একটি ক্ষুদ্র অংশ দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে দেখা যায়, যেখানে অন্য একটি অংশ দুর্নীতিতে জড়িত হতে অস্বীকার করে। এক্ষেত্রে হয় তারা নিজেরা দুর্নীতি করে না, অথবা সংশ্লিষ্ট সেবাকেন্দ্রে পরিবারের পুরুষ সদস্যকে পাঠানোর মাধ্যমে নিজে দুর্নীতির মুখোমুখি হওয়া থেকে বিরত থাকে। নারীদের আরেকটি অংশ পরিবারের বা পরিচিত পুরুষ সদস্যকে সাথে নিয়ে সেবাকেন্দ্রে যায় বা সেবার জন্য যোগাযোগ করে, যাতে ঐ পুরুষ সদস্য সংশ্লিষ্ট সেবাদাতার সাথে দর-কষাকষি করতে পারে।

২.৬ নারীর ওপর দুর্নীতির প্রভাব

২.৬.১ ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে প্রভাব: দুর্নীতির একটি চরম ক্ষতিকর প্রভাব নারীর মৃত্যু। গবেষণায় বেসরকারি ক্লিনিকে ডাক্তারের অবহেলার কারণে নারী রোগীর মৃত্যু হয়েছে বলে তথ্য পাওয়া যায়। এছাড়া দুর্নীতির কারণে নারীদের শারীরিক ক্ষতিও হতে পারে, যেমন ভুল চিকিৎসার কারণে জরায়ু কেটে ফেলা, অনুপযোগী জন্ম-নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি স্থাপন, এবং অন্যান্য স্বাস্থ্য ঝুঁকিতে পড়া। ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে আরেকটি ক্ষতিতর প্রভাব হচ্ছে আর্থিক ক্ষতি। দুর্নীতির কারণে নারীর অতিরিক্ত ব্যয় হয় (ঘুষ দেওয়া বা অতিরিক্ত অর্থ আদায়ের কারণে), এবং তার নির্ধারিত প্রাপ্য (সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির অধীনে প্রাপ্য) পায় না। কোনো কোনো ক্ষেত্রে নারীর পরিবারের ওপর অর্থনৈতিক চাপ তৈরি হয়, যেমন জমি বিক্রি করে ঘুষের টাকা দেওয়ায় উপার্জনের মাধ্যম হারানো এবং/ অথবা ঋণগ্রস্ত হওয়া, যার ফলে নারীর ও তার পরিবারের আয়ের ওপর বিরূপ প্রভাব পড়ে। এছাড়া ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে নারী দুর্নীতির কারণে তার প্রাপ্য সেবা থেকে বঞ্চিত হয়।

তবে অন্যদিকে দুর্নীতির ফলে কোনো কোনো ক্ষেত্রে নারীরা ব্যক্তিগতভাবে লাভবান হয়। এটি হয় নারী নিজে দুর্নীতি করার কারণে, যার ফলে হয় সে আর্থিকভাবে লাভবান হয়, অথবা দুর্নীতির মাধ্যমে তার কাজ আদায় হয়।

২.৬.২ সামাজিক ক্ষেত্রে প্রভাব: দুর্নীতির প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের ফলে নারীরা দুর্নীতিকে স্বাভাবিক, এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে অবশ্যম্ভাবী বলে মনে করে। ফলে সমাজে বিশেষকরে নারীদের মধ্যে একটি দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব হিসেবে মূল্যবোধের অবক্ষয় ঘটে।

২.৬.৩ রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রভাব: দুর্নীতির কারণে নারীর ক্ষমতায়ন ব্যাহত হয়, বিশেষকরে স্থানীয় সরকার খাতে নারীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধির পেছনে তাদের ক্ষমতায়নের যে উদ্দেশ্য তা ব্যাহত হয় দুর্নীতির কারণে।

৩. নারীর দুর্নীতির অভিজ্ঞতা: কারণ বিশ্লেষণ

পুরুষতান্ত্রিক আর্থ-সামাজিক কাঠামো, গ্রামীণ নারীর ক্ষমতায়নের অবস্থা, নারীদের অভিগম্যতা এবং সুশাসনের ঘাটতিকে পল্লি নারীর দুর্নীতির অভিজ্ঞতার কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। উল্লেখ্য, এসব কারণ গভীরভাবে পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত, এবং একটি অন্যটিকে প্রভাবিত করে।

চিত্র ১: নারীর দুর্নীতির অভিজ্ঞতার কারণ

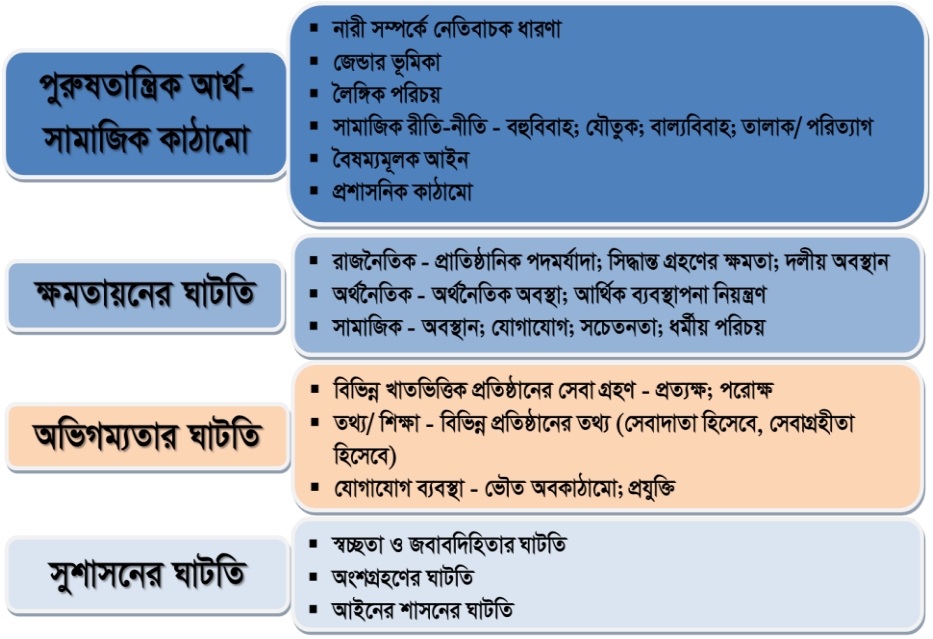

৩.১ পুরুষতান্ত্রিক আর্থ-সামাজিক কাঠামো

নারী সম্পর্কে পুরুষদের নেতিবাচক ধারণা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যেখানে গ্রামীণ প্রেক্ষাপটে নারীদেরকে তাদের জেন্ডার ভূমিকা দিয়েই মূল্যায়ন করা হয়। গ্রামীণ সমাজে এখনো নারীকে শিক্ষা, কর্মসংস্থান ও যাতায়াতের ক্ষেত্রে মোটামুটি কঠোর ধর্মীয় অনুশাসনের মধ্য দিয়ে চলতে হয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে নারীর লৈঙ্গিক পরিচয়ের কারণে তাকে দুর্নীতির মোকাবেলা করতে হয়। সামাজিক রীতি-নীতি, যেমন পুরুষদের বহুবিবাহ, যৌতুক, বাল্যবিবাহ, ও তালাক/ পরিত্যাগের কারণে নারীর সামাজিক অবস্থান দুর্বল হয়ে থাকে। এছাড়া কোনো কোনো বৈষম্যমূলক আইন ও প্রশাসনিক কাঠামো পুরুষতান্ত্রিক দুর্নীতি কাঠামো তৈরিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে যার কারণে নারী দুর্নীতির শিকার হয়।

৩.২ ক্ষমতায়নের ঘাটতি

নারীর ক্ষমতায়ন দুর্নীতির অভিজ্ঞতার পেছনে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ। এই ক্ষমতায়নের মধ্যে কোনো প্রতিষ্ঠানে একজন নারীর পদমর্যাদাগত অবস্থান, তার সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা, এবং রাজনীতিতে তার দলীয় অবস্থান; অর্থনৈতিক অবস্থা ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা নিয়ন্ত্রণে তার কর্তৃত্ব; এবং সবশেষে তার সামাজিক অবস্থান, সামাজিক যোগাযোগ, সচেতনতা, ও ধর্মীয় পরিচয় দুর্নীতির অভিজ্ঞতার নিয়ামক হিসেবে ভূমিকা পালন করে।

৩.৩ অভিগম্যতার ঘাটতি

বিভিন্ন খাতভিত্তিক প্রতিষ্ঠানের সেবা গ্রহণে নারীর অভিগম্যতা আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক। সেবা গ্রহণ প্রত্যক্ষ না পরোক্ষভাবে নেওয়া হয় সেটি নারীকে দুর্নীতি মোকাবেলা করতে হচ্ছে কিনা তা নির্ধারণে কখনো কখনো ভূমিকা রাখে। এছাড়া বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সেবা সংশ্লিষ্ট তথ্যে সেবাগ্রহীতা ও সেবাদাতা হিসেবে নারীর অভিগম্যতা, এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার ক্ষেত্রে ভৌত অবকাঠামো ও প্রযুক্তির ওপরও দুর্নীতির অভিজ্ঞতা নির্ভর করে।

৩.৪ সুশাসনের ঘাটতি

সুশাসনের ঘাটতির কারণে নারীর দুর্নীতির অভিজ্ঞতা হয় বলে নিশ্চিত করা যায়। গবেষণা এলাকায় সংশ্লিষ্ট সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলোতে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার ঘাটতি, অংশগ্রহণের ঘাটতি, এবং সর্বোপরি আইনের শাসনের ঘাটতি লক্ষণীয়।

৪. গবেষণার সার্বিক পর্যবেক্ষণ

গবেষণার পর্যবেক্ষণের ওপর ভিত্তি করে নিচের উপসংহারে পৌঁছানো যায়।

৪.১ দুর্নীতির প্রাতিষ্ঠানিকীকরণঃ তৃণমূল পর্যায়ে দুর্নীতির প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ হয়েছে। ভূমি, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা (পুলিশ), বিচারিক সেবা বা স্থানীয় সরকার খাতের অন্তর্ভুক্ত প্রতিষ্ঠানগুলোতে সেবাগ্রহীতাদেরকে নিয়ম-বহির্ভূতভাবে ও নির্দিষ্ট হারে অর্থ দিতে বাধ্য করা হয়। ফলে দুর্নীতিকে স্বাভাবিক ঘটনা হিসেবে দেখা হয়, কোনো কোনো ক্ষেত্রে অবশ্যম্ভাবী বলে মেনে নেওয়া হয়, এবং সাধারণ জনগণ একে স্বীকার করে নেয়। পল্লি নারীরাও এ ধারণার ব্যতিক্রম নয়। দুর্নীতির এই প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের ফলে নারী হিসেবে তারা তাদের প্রাপ্য পায় না।

৪.২ দুর্নীতি সম্পর্কে গ্রামীণ নারীর স্বতন্ত্র ধারণাঃ দুর্নীতি সম্পর্কে গ্রামীণ নারীর স্বতন্ত্র ধারণা রয়েছে। তারা আইন ও সমাজ দ্বারা আরোপিত ক্ষমতার অপব্যবহারকে দুর্নীতি হিসেবে চিহ্নিত করে, যার ফলে তাদের দুর্নীতির ধারণার মধ্যে বঞ্চনা (উত্তরাধিকার ও ভূমির ওপর অধিকার), বৈষম্য (প্রাপ্যতা, সম্পদের ক্ষেত্রে), এবং পারিবারিক ক্ষেত্রে শারীরিক নির্যাতনও অন্তর্ভুক্ত।

৪.৩ নারী দুর্নীতির সাথে সম্পৃক্ততার বিভিন্নতাঃ নারীর দুর্নীতির অভিজ্ঞতা বিভিন্ন মাত্রার, যেমন সম্পৃক্ততার দিকে থেকে, দুর্নীতির ধরনের দিক থেকে এবং খাতের দিক থেকে। সম্পৃক্ততার দিক থেকে নারী দুর্নীতির শিকার, সংঘটক, মাধ্যম ও সুবিধাভোগী হতে পারে, যা নির্ভর করে তার আর্থ-সামাজিক অবস্থান ও অন্যান্য নিয়ামকের ওপর।

৪.৪ নারীর লৈঙ্গিক পরিচয়ের কারণে দুর্নীতির ক্ষেত্রে ভিন্ন মাত্রা যোগঃ দেখা যায়, নারীর লৈঙ্গিক পরিচয় তার দুর্নীতির অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে একটি ভিন্ন মাত্রা যোগ করে। নারী হওয়ার কারণে দুর্নীতির শিকার হওয়ার সময় বিশেষ কোনো ছাড় পায় না, তবে ক্ষেত্রবিশেষে নারীকে বেশি দুর্নীতির শিকার হতে হয়, অথবা বিশেষ ধরনের দুর্নীতির মোকাবেলা করতে হয়, যেমন যৌন সুবিধার বিনিময়ে সেবা প্রাপ্তি।

৪.৫ গ্রামীণ নারীদের দুর্নীতির অভিজ্ঞতার নিয়ামকঃ গ্রামীণ নারীদের দুর্নীতির অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে যেসব নিয়ামক ভূমিকা পালন করে তার মধ্যে রয়েছে পুরুষতান্ত্রিক কাঠামো, ক্ষমতায়ন, অভিগম্যতা ও সুশাসনের ঘাটতি। দেখা যায় ক্ষমতা-কাঠামোয় ওপরে অবস্থানকারীদের দ্বারা নারীরা দুর্নীতির শিকার হয়, এবং প্রান্তিক (peripheral/ marginalized) নারীদের (দরিদ্র, পুরুষ অভিভাবকহীন, বয়োবৃদ্ধ, অমুসলিম) দুর্নীতির শিকার হওয়ার ঝুঁকি তুলনামূলকভাবে বেশি।

৪.৬ দুর্নীতি মোকাবেলায় নারীদের নিজস্ব কৌশল: গ্রামীণ নারীদের দুর্নীতির বিদ্যমান কাঠামোর মধ্যেই মোকাবেলায় নিজস্ব কৌশল রয়েছে। নিয়মতান্ত্রিকভাবে সেবা পেতে বা নিয়ম-বহির্ভূত কোনো সুবিধা আদায়ের ক্ষেত্রে কোনো কোনো নারী তার সামাজিক অবস্থান, পরিচিতি, সৌন্দর্যকে ব্যবহার করে। তবে নারীদের একটি অংশ দুর্নীতির বিরুদ্ধে সরাসরি প্রতিবাদ করে বা উদ্যোগ নিয়ে থাকে।

৫. সুপারিশ

৫.১ নীতি-নির্ধারণী পর্যায়ে

১. দুর্নীতির সাথে নারীদের সম্পৃক্ততা আরও ভালভাবে বোঝার জন্য, বিশেষকরে শহরাঞ্চলের চিত্র, দুর্নীতির সংঘটক হিসেবে নারীদের সম্পৃক্ততার কারণ, দুর্নীতির অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের পার্থক্য ইত্যাদি ক্ষেত্রে আরও বিস্তারিত গবেষণার প্রয়োজন।

২. নারীর সংবিধান-প্রদত্ত সম-অধিকার নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে এর সম্মানজনক স্বীকৃতি ও কার্যকর বাস্তবায়নের লক্ষ্যে জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১ ও এ সংক্রান্ত জাতীয় কর্মপরিকল্পনা কার্যকর করতে হবে।

৩. নারীর দারিদ্র্য বিমোচন, কর্মক্ষেত্রসহ সকল ক্ষেত্রে নারীর নিরাপত্তা বিধান, আর্থ-সামাজিক কর্মকাণ্ডে নারীর পূর্ণ ও সম-অংশগ্রহণ, এবং রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে গৃহীত কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়ন করতে হবে।

৪. ইউনিয়ন পরিষদের নারী সদস্যদের কাজের পরিধি নির্দিষ্ট করে দিতে হবে, যেন তা সমতাভিত্তিক ও আনুপাতিক হয়।

৫. প্রযোজ্য খাতে/ প্রতিষ্ঠানে 'ওয়ান স্টপ সেবা'র প্রচলন করতে হবে।

৫.২ বাস্তবায়ন পর্যায়ে

৬. যেসব প্রতিষ্ঠানে নারীরা সেবা নিতে যান সেসব প্রতিষ্ঠানের সেবা, বিশেষকরে নারীদের জন্য প্রদত্ত সেবা সম্পর্কে জেন্ডার সংবেদনশীল পদ্ধতিতে তথ্য প্রচার করতে হবে, এবং নারীদের তথ্যপ্রাপ্তি নিশ্চিত করতে হবে।

৭. নারীদের জন্য বিশেষ সেবার কার্যকর প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে অভ্যন্তরীণ মনিটরিং ও জবাবদিহিতা জোরদার করতে হবে এবং প্রতিষ্ঠান কর্তৃক এ সংক্রান্ত তথ্য স্বপ্রণোদিতভাবে প্রকাশ করতে হবে।

৮. বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে নারীদের জন্য প্রদত্ত বিশেষ সেবায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য নাগরিক সমাজের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে তদারকি বাড়াতে হবে।

৯. সবগুলো সেবাখাতে তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের (ডিজিটালাইজেশন) মাধ্যমে দুর্নীতি করার সুযোগ কমিয়ে আনতে হবে।

১০. সব সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানে অভিযোগকারীর পরিচয় গোপন রাখার নিশ্চয়তাসহ অভিযোগ করার একটি নারী-বান্ধব ব্যবস্থা থাকতে হবে। অভিযোগের ভিত্তিতে দুর্নীতির বিরুদ্ধে কার্যকর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে, যাতে আইনের শাসনের সংস্কৃতি গড়ে ওঠে।

****

তথ্যসূত্র ও সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

টিআইবি ২০১২, *সেবা খাতে দুর্নীতি: জাতীয় খানা জরিপ ২০১২* (সার-সংক্ষেপ), ঢাকা।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস), ২০১০, *আপডেটিং পভারটি ম্যাপস অব বাংলাদেশ*, ঢাকা।

Alatas, Vivi *et al* 2009, 'Gender, Culture, and Corruption: Insights from an Experimental Analysis', *Southern Economic Journal*, Vol. 75, No. 3.

Alhassan-Alolo, Namawu, 2007, 'Gender and corruption: testing the new consensus', Wiley Online library, Volume 27, Issue 3, Pages 189–259.

Bowman, D. M. & Giligan, G. 2008, 'Australian women and corruption: The gender dimension in perceptions of corruption', JOAAG, Vol. 3. No. 1.

Branisa, Boris, and Maria Ziegler, 2010, 'Reexamining the link between gender and corruption: The role of social institutions', Discussion Papers, No. 24, Georg-August-Universität Göttingen, http://www.uni-goettingen.de/crc-peg (7 March 2013)

Dollar, David et al, 1999, 'Are Women Really the Fairer Sex? Corruption and Women in Government', World Bank Working Paper Series No. 4.

Goetz, Anne-Marie, 2004, 'Political Cleaners: How Women are the New Anti-Corruption Force. Does the Evidence Wash?' http://www.u4.no/document/showdoc.cfm?id=124 (21 November 2012)

Hossain, N. Celestine Nyamu Musembi and Jessica Hughes, 2010, *Corruption, Accountability and Gender :Understanding the Connections,* UNDP and UNIFEM.

Limpangog, Cirila P, 2001, 'Struggling through Corruption: A Gendered Perspective', http://www.10iacc.org/download/workshops/cs32a.pdf (21 November 2012)

Mason and King, 2001, 'Engendering development through gender equality in rights, resources, and voice', World Bank Report No. 21776.

Mutonhori, Nyaradzo, 2012, 'What stops women reporting corruption?' www.blog.transparency.org (21 November 2012)

Nawaz, Farzana, 2009, State of Research on Gender and Corruption, U4 Expert Answer, U4 Anti-corruption Resource Center, http://corruptionresearchnetwork.org/resources/frontpage-articles/gender-and-corruption (21 November 2012)

Rivas, M. F. 2008, 'An experiment on corruption and gender', Working Paper No. 08/10, Department of Economic Theory and Economic History of the University of Granada, http://www.ugr.es/~teoriahe/RePEc/gra/wpaper/thepapers08_10.pdf (21 November 2012)

Seppänen, Maaria and Pekka Virtanen, 2008, *Corruption, Poverty and Gender: With case studies of Nicaragua and Tanzania*, Ministry For ForeiGn Affairs, Finland.

Sung, Hung-En, 2003, 'Fairer Sex or Fairer System? Gender and Corruption Revisited', Social Forces 82: 705-725.

Swamy, Anand, Stephen Knack, Young Lee, and Omar Azfar, 2000, 'Gender and Corruption', IRIS Centre Working Paper No. 232.

TI, 2009, 'Global Corruption Barometer', Berlin, http://www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/gcb/2009 (21 November 2012)

TI, 2009, *The Anti-Corruption Plain Language Guide*. Berlin.

TI, 2010, *Corruption and Gender in Service Delivery: The Unequal Impacts*, Wroking Paper # 2, Berlin.

Torgler, Benno, and Valev, Neven T, 2006, 'Public Attitudes toward Corruption and Tax Evasion: Investigating the role of gender over time', Working Paper Series, Berkeley Program in Law and Economics, UC Berkeley. http://escholarship.org/uc/item/3983136n (18 November 2012)

U4 Resource Centre, 'Corruption in the Education Sector: Common forms of corruption', http://www.u4.no/themes/education/educationcommonforms.cfm (21 November 2012)

UNIFEM, 2009, *Who Answers to Women? Gender and Accountability, Progress of the World's Women Report 2008 / 2009.*

Vijayalakshmi, V, 2005, *Rent-Seeking and Gender in Local Governance*, Working Paper 164, Institute for Social and Economic Change, Bangalore, India.